তারিখ ১৩।২।৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মন্ত্রিসভা পরিবর্তনে রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করিয়া নয়া মন্ত্রী পরিষদ গঠনকে কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠন 'দেশের বর্তমান চরম অর্থনৈতিক সংকট হইতে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। কয়েকটি সংগঠন বিচারপতি সাত্তারের পদক্ষেপকে যথার্থ বলিয়াও অভিনন্দিত করিয়াছে।

আওয়ামী লীগের (হা) কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে ও পরে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যে কথা বলিয়া আসিতেছি, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট অবশেষে সেই সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, বর্তমানের পরিস্থিতি এবং ব্যর্থতার জন্য সমগ্র দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্টকেই বহন করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, যাহারা ব্যর্থ

প্রতিক্রিয়া

(১ম পৃঃ পর)

হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়াই নয়া মন্ত্রী পরিষদ গঠন করায় এই পরিবর্তন হইতে কিছু আশা করা নিরর্থক।

আওয়ামী লীগ (হাসিনা) সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, গত ৭ বছরের জিয়া-সাত্তারের শাসনামলে দেশের চরম সঙ্কট ও সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য মন্ত্রী পরিষদের কথা আওয়ামী লীগ এতদিন বলিয়া আসিতেছিল। বিলম্বে হইলেও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার উহা স্বীকার করিয়াছেন এবং মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করিয়াছেন। কিন্তু নয়া মন্ত্রীপরিষদ গঠনে বিচারপতি সাত্তারের ভাষণ ও বাস্তবে কোন মিল নাই। মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করিলেও দুর্নীতির বিচারের কোন কথা নাই।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করার কথা বলিলেও নয়া মন্ত্রী পরিষদে সংখ্যাগত পরিবর্তন ছাড়াও গুণগত কোন পরিবর্তন হয় নাই।

জাসদ সভাপতি মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম, আবদুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন,প্রেসিডেন্টের বর্তমান পদক্ষেপ জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণ ও মন্ত্রী পরিষদ বাতিলের মধ্য দিয়া প্রেসিডেন্টের অদূরদর্শিতা, বিএনপি সরকারের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিবাজ ও অপদার্থ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জনগণের দীর্ঘদিনের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ বর্তমান সংকটের চরিত্র এবং মন্ত্রী পরিষদের দুর্নীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র দাবী করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ (মিজান) সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারের এই পদক্ষেপকে চরম অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে রাজনৈতিক তেলেসমাতি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। নেতৃদ্বয় বলেন,

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রতিক্রিয়া

(১ম পৃঃ পর)

মূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া এবং জনগণের দৃষ্টি মূল সমস্যা হইতে সরাইয়া নেওয়ার জন্যই মূলতঃ মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করা হইয়াছে। তবে প্রশাসনের মধ্যে সীমাহীন দুর্নীতির কথা স্বীকার করায় আমরা খুশী হইয়াছি। তাহারা প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারের স্বীকৃত দুর্নীতির তদন্ত ও বিচার দাবী করেন এবং সুপারিশ করেন যে, দেশের বর্তমান সংকট হইতে উত্তরণের একমাত্র উপায় সংসদীয় গণতন্ত্র। নয়া মন্ত্রী পরিষদ সম্পর্কে তাঁহারা প্রশ্ন করেন, নয়া পরিষদের মন্ত্রিগণ দুর্নীতিমুক্ত, এমন ধারণা প্রেসিডেন্টের কি করিয়া জন্মাইল?

মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী) মন্তব্য করে, প্রেসিডেন্ট দুর্নীতি ও সংকটের কথা স্বীকার করিয়া একটি সত্য কথা বলিয়াছেন।

ইউপিপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল হায়দার এক বিবৃতিতে মন্ত্রী পরিষদ পুনর্গঠনকে জাতীয় সঙ্কটের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে নিতান্তই তাৎপর্যহীন বলিয়া মন্তব্য করেন। নয়া মন্ত্রী পরিষদকে তিনি 'নূতন বোতলে পুরাতন মদ' বলিয়াও মন্তব্য করেন।

জাতীয় শ্রমিক লীগ মনে করে, যে মুহূর্তে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জাতি বিক্ষুব্ধ, সেই মুহূর্তে মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করিয়া বিচারপতি সাত্তার দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের কৌশলে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছাত্র লীগ (ভুট্টো) বাতিল মন্ত্রীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তাহাদের দুর্নীতির বিচার দাবী করিয়াছে।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী মন্তব্য করে যে, বিচারপতির ভাষণে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের দুর্নীতির স্বীকৃতি মিলিয়াছে।

দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করায় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে অভিনন্দন জানাইয় বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোস্তফা), মহানগরী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি কর্মচারী ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল প্রভৃতি।

যে সংগঠন দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী পরিবদ বাতিল করায় প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীরা যাহাতে দেশ হইতে পালাইতে না পারে সে জন্য কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করিয়াছে, সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় দল (হুদা), জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রভৃতি।